গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০১৯.০০৬.০৮.২১.১৪৭ তারিখ: ০৮-০৬-২০২৩ খ্রি.

বিষয়ঃ পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র ঈদ-উল-আযহা-২০২৩ উপলক্ষ্যে সদরঘাট, ঢাকা হতে দূরপাল্লাগামী লঞ্চ, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজীরহাট, শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, চাঁদপুর-শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ, ভোলা-লক্ষ্মীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরি সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টিমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী।

০৮/০৬/২৩

(মোহাঃ আমিনুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০৮০৪
E-mail: ds.ta@mos.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল।
৬। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা।
৭। অতিরিক্ত আইজিপি, নৌপুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড টাওয়ার, গুলশান-১, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, বাংলামোটর, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড, ব্লক-ই, প্লট ১২/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ৩৮-৪৬ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০।
১৫। ডিআইজি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল রেঞ্জ।
১৬। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/নারায়ণগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী/শরিয়তপুর/খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষীপুর/পিরোজপুর।
১৭। পুলিশ সুপার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ নারায়ণগঞ্জ/চাঁদপুর/ মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/ রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/শরিয়তপুর/খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষীপুর/পিরোজপুর।
১৮। পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (আগামী ২৫-০৬-২০২৩ থেকে ০৪-০৭-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আগামী ২৪-০৬-২০২৩ তারিখের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৯। উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), দক্ষিণ, ঢাকা।

২০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিজিএমইএ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিকেএমইএ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২২। সভাপতি, বাঅনৌচ (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
২৩। সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা।
২৪। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১ রাজউক এভিনিউ, বিআরটিসি ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল, ঢাকা।
২৫। চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ী, হাজী আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, দারুস সালাম থানা, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা।
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, মসজিদ ম্যানসন (৪র্থ তলা), ঢাকা।
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টারস এন্ড এসোসিয়েশন (বারভিডা), আকরাম টাওয়ার/১১তলা বিজয় নগর, ঢাকা।
২৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান এজেন্সী মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, ব্যাংক বিল্ডিং, ঢাকা।
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও,ঢাকা।
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/৩২ পিকে রায় রোড, বাবু বাজার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৩। সভাপতি, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশন, ১৯ নং করিমী মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়নগঞ্জ।
৩৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, ঢাকা।
৩৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, জালকুড়ি বাস স্ট্যান্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৩৬। সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিন এন্ড বাল্কহেড বোট ওনার্স এসোসিয়েশন, ১২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা।
৩৭। সভাপতি, বাংলাদেশ বাল্কহেড নৌযান মালিক সমিতি, হোটেল সিলভার ইন, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কার্গো ট্রলার বাল্কহেড শ্রমিক ইউনিয়ন, জালকুড়ি বাস স্ট্যান্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ</u>

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬। যুগ্মসচিব (টিএ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা

বিষয়: পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে ফেরি সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টিমার ও লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী. এম.পি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	৩১-০৫-২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি	সভায় সশরীরে উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে ঘরমুখো এবং ফিরতি পথে যাত্রীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থা কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সভায় এতৎবিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বিধায় সকলকে বাস্তব বিবেচনা করে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি সভা পরিচালনা করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবকে অনুরোধ করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণায়ের সচিব বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রীবাহী নৌযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এ পর্যায়ে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (টিএ)-কে অনুরোধ করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (টিএ) জনাব মোহাঃ আমিনুর রহমান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যপত্রের উপর আলোচনা আহবান করা হলে সভায় অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নরূপভাবে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ (বীরবিক্রম), সভাপতি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থা বলেন, যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে গুলিস্থান জিপিও মোড় হতে নয়াবাজার মোড় পর্যন্ত বাস, ভ্যানগাড়ী, কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাক রাস্তার উভয় পাশে যাতে এলোমেলোভাবে পার্কিং করে যাত্রী ও মাল উঠানামা করতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ভিক্টোরিয়া পার্কের চারদিকে বিভিন্ন রুটের গাড়ী পার্কিং বন্ধ করা, ভিক্টোরিয়া পার্ক হতে লালকুঠি ও সদরঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে ভ্যান গাড়ী, লেগুনা ও টেম্পু যাতে না রাখতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, লালকুঠি ঘাট হতে জুবলী স্কুলের মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি ওয়ানওয়ে করা, সদরঘাট ওভার ব্রীজ হতে টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তাটি ওয়ানওয়ে করাসহ হকারমুক্ত করা, ওয়াইজঘাট ও শ্যামবাজার এলাকায় রাস্তায় হকার ও যানজটমুক্ত রাখা, নৌকা দিয়ে যাতে কোনো যাত্রী লঞ্চে উঠতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ভোররাতে নদীতে ছিনতাই ও ডাকাতি রোধকল্পে পুলিশের টহল জোরদার করা, রাতের বেলায় ৭দিন বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখা, নদীতে নাব্য চ্যানেলে কারেন্ট জাল ফেলা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং লঞ্চে মোটর সাইকেল পরিবহণের অনুমতি প্রদান করতে হবে।

২.২ জনাব মোঃ হাসানুল কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক, কাভার্ড ও ভ্যান মালিক সমিতি বলেন, শরীয়তপুরে প্রচুর পশুর খামার আছে। হরিণা-আলুবাজার ফেরি রুটে পশু পরিবহণের জন্য ফেরি বাড়াতে হবে। পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ঘাটে পশুবাহী ফেরি যেন তাড়াতাড়ি ভিড়তে ও ছাড়তে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

২.৩ জনাব আতাহার আলী ব্যাপারী, সহসভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ বলেন, প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বাহাদুরাবাদ-বালাসী

রুটে ফেরি সার্ভিস চালু করেছেন। এ রুটে নাব্যতার সংকটের কারণে এবং ইজারাদার কর্তৃক ট্রলার চালানোর কারণে লঞ্চ চালানো যায় না। এ বিষয়ে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

২.৪ জনাব জাহাঙ্গীর আলম বেপারী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, বাল্কহেড কখন থেকে বন্ধ থাকবে তার সুনির্দিষ্ট দিন তারিখ উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি আশুগঞ্জ থেকে সিলেট অঞ্চলে বালুবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ না করার অনুরোধ জানান।

২.৫ জনাব সহিদুল ইসলাম ভূইয়া, মহাসচিব, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ বলেন, পলিথিনের মাধ্যমে জাটকা নেয়া হয় কি-না তা কোষ্টগার্ড কর্তৃক লঞ্চ থামিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এতে লঞ্চ চলাচলের সমস্যা হয় বিধায় ঈদের সময় তা না করার জন্য অনুরোধ জানান।

২.৬ জনাব মামুন অর রশিদ, পরিচালক, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা বলেন, পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পূর্বে ঈদের সময় সদরঘাটে যাত্রী চাপ বেশী থাকায় মোটর সাইকেল লঞ্চে পারাপারে নিষেধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যাত্রীর চাপ কম থাকায় ঈদের সময় লঞ্চে মোটর সাইকেল পারাপারের সুযোগ রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

২.৭ জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, আবহাওয়াবিদ, আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেন, আবহাওয়া অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি ৬ ঘন্টা অন্তর অন্তর আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়। তিনি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখার এবং আবহাওয়া সিগন্যাল অনুযায়ী লঞ্চ পরিচালানার জন্য অনুরোধ জানান।

২.৮ এডিসি (ট্রাফিক), লালবাগ জোন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বলেন, ভিক্টোরিয়া পার্ক বাসের সর্বশেষ স্ট্যান্ড। বাসের ড্রাইভারগণ প্রায় ৩০/৩৫ কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত গিয়ে বাস স্ট্যান্ডে বাস রেখে টয়লেট/ওয়াশ রুমে যায়। ফলে বাসসমূহ স্ট্যান্ডে একটু বেশী সময় অবস্থান করে থাকে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জগন্নথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিআরটিসি'র বাসগুলো ভিক্টোরিয়া পার্কের মেইন রাস্তায় অবস্থান করে। সে কারণে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হয়। তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র টার্মিনালে বাস পার্কিং করা যায় কি-না সে বিষয় বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।

২.৯ পুলিশ সুপার, মুন্সিগঞ্জ বলেন, গত ঈদ-উল-ফিতরের সময় মোটর সাইকেল পারাপার চ্যালেঞ্জ ছিল তবে তা সফলভাবে সম্পন্ন করা গেছে। তিনি বলেন যে, মুন্সিগঞ্জ লঞ্চঘাটের উল্টাপাশে সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর সামনে অবস্থানকারী মালামালবাহী জাহাজ, বাল্কহেড, স্পিডবোটসমূহকে ঈদের ৩দিন আগে অন্যত্রে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সহযোগিতা করবে। শিমুলিয়ার বিষয়ে আলাদা গুরুত্ব দেয়া হবে। ঈদ উপলক্ষ্যে কোরবানীর পশুবাহী নৌযানকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে পারাপারের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে জানান।

২.১০ পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ বলেন, আরিচাঘাটে ১০টি এবং পাটুরিয়া ঘাটে ২০টি ফেরির ব্যবস্থা করা হলে পশুসহ যাত্রী পরিবহণে কোনো সমস্যা হবে না। তিনি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে জানান।

২.১১ পুলিশ সুপার, বরিশাল বলেন, গত ঈদের সময় বরিশাল জেলায় ৪০টি স্টেশনে লঞ্চ ছাড়া-ভিড়া করেছে এবং কোনো সমস্যা হয়নি। আসন্ন ঈদ উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে এ সকল স্টেশনে লঞ্চ ছাড়া-ভিড়া করতে কোনো সমস্যা হবে না। এক্ষেত্রে বরিশাল জেলা পুলিশ সব রকমের সহযোগিতা করবে মর্মে তিনি জানান।

২.১২ পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী বলেন, ঈদে কোরবানীর পশুবাহী ট্রলারের চাপ বাড়বে। ফেরিসমূহ যেন সময়মতো ছাড়া-ভিড়া করে সে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। তিনি দৌলতদিয়া প্রান্তের ওয়িং স্কেলটি ঘাট থেকে অনেক দূরে বিধায় তা জনস্বার্থে ঘাটের নিকটে স্থাপনের অনুরোধ জানান।

২.১৩ পুলিশ সুপার, ভোলা বলেন, ভোলা জেলার মধ্যে ইলিশা ঘাটে বেশী ট্রাফিক হয়। ঢাকা থেকে সবগুলো লঞ্চ এক সাথে

ঘাটে ভিড়ে থাকে বিধায় এ সময়ে যাত্রীদের চাপ বাড়ে এবং একসাথে প্রায় ৫০০০ যাত্রী হয়ে যায়। তখন ঘাটে যানবাহনের সংকট দেখা দেয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা হয় এবং যাত্রী সাধারণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই লঞ্চগুলোকে কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর পর ইলিশা ঘাটে ভিড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

২.১৪ অতিরিক্ত ডিআইজি, ঢাকা রেঞ্জ বলেন, যাত্রী সেবা নিশ্চিত করা, যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নৌরুট ব্যবস্থাপনা, নৌযান বৃদ্ধি এবং কোঅর্ডিনেশন সংক্রান্ত ৫টি পয়েন্টে আজকের সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয় থাকা জরুরি। আসন্ন ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে কোরবানীর পশু ও ঘরমুখো মানুষের চাপ থাকবে। সমন্বয় করে যাত্রী ও পশু পরিবহণের কাজটা ভালোভাবে করা হবে।

২.১৫ অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বলেন, আসন্ন ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে যাত্রী ও কোরবানীর পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। আসন্ন ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সমন্বয় সভা করা হবে। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া পুলিশ বিভাগ হতে জাল টাকা সনাক্ত করণ এবং নগদ টাকা পরিবহণে সহযোগিতা করা হবে। ডিএমপি থেকেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি জানান।

২.১৬ জনাব পংকজ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত ডিআইজি, নৌপুলিশ বলেন, নদীর তীরে ৬৩টি স্থায়ী হাট এবং ৮০টি অস্থায়ী হাট রয়েছে। এ সকল হাটে কোরবানীর পশু আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এক হাটের পশু জোর করে অন্য হাটে যাতে নিতে না পারে সে বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে নৌপুলিশের হটলাইন নম্বর থাকবে। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করার অনুরোধ করেন। জাল নোট সনাক্তকরণে পুলিশের সহযোগিতা গ্রহণ করা, ক্যাশ টাকা পরিবহণে নৌপুলিশের সহযোগিতা নেয়া, ট্রলারে গরুর রশি টাইট করে বেঁধে না রাখা এবং সতর্কতার সাথে নদীর তীরবর্তী হাটে পশু পরিবহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

২.১৭ জনাব কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর বলেন, ট্রাফিক গুরুত্বের দিক দিয়ে চাঁদপুর ২য় বৃহত্তম নদী বন্দর। গত ঈদে চাঁদপুরে একদিনে সর্বোচ্চ ৮০টি লঞ্চ ছাড়া-ভিড়া করেছে। ঈদের আগে ও পরে চাঁদপুর নদী বন্দরে চাপ থাকে। নতুন নদী বন্দর নির্মাণের টেন্ডার দেয়া হলেও এখনো কাজ শুরু হয়নি বলে তিনি জানান। চাঁদপুর নদী বন্দরে আসা-যাওয়ার রাস্তা খুবই সংকীর্ণ এবং উক্ত রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম থাকে। তাছাড়া লক্ষীপুরগামী যাত্রী চাঁদপুর ঘাটে নামায় সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। লক্ষ্মীপুরের যাত্রী সাধারণ ইচুলী ঘাটে নামানোর লক্ষ্যে তিনি ইচুলী ঘাট ঈদের আগে চালু করার প্রস্তাব করেন।

২.১৮ জনাব মোঃ তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, ভোলা বলেন, ইলিশা বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাট। গত ঈদে ইলিশায় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইলিশা ঘাটের রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ইলিশা ঘাটে বড় পন্টুন প্রয়োজন এবং খেয়াঘাটের বড় পন্টুনটি সেখানে নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। ইলিশা ঘাটের পন্টুন থেকে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত সংযোগ সড়কটি বর্ষার সময় ডুবে যায়। এতে যাত্রীদের কষ্ট হয়। আসন্ন ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে দেওলা ঘাটে পন্টুন স্থাপন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভায় জানান।

২.১৯ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা প্রশাসক, বরিশাল বলেন, বরিশাল লঞ্চ ঘাটের কোনো সমস্যা নেই। ঈদের সময় লঞ্চে ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা প্রশাসন হতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে। বর্তমানে বরিশাল লঞ্চ ঘাটের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

২.২০ জনাব মোঃ আনোয়ার হোছাইন আকন্দ, জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুর বলেন, মজুচৌধুরীরহাটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নৌ বন্দর স্থাপন করা হয়েছে। তাই মজুচৌধুরীরহাটে পূর্বের চেয়ে ট্রাফিক বেড়েছে। তিনি বলেন, নাব্যতার কারণে অনেক সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। তিনি মজুচৌধুরীরহাট ঘাটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পূর্ণাঙ্গভাবে ঘাটটি চালু করার দাবী করেন। তিনি বলেন, এতে বন্দরের গুরুত্ব বাড়বে। ফেরি ও লঞ্চ বৃদ্ধির জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিআইডব্লিউটিএ'র একজন কর্মকর্তাকে ঈদের সময় মজুচৌধুরীরহাট ঘাটে পদায়ন করার জন্য অনুরোধ জানান।

২.২১ জনাব কামরুল ইসলাম, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, দৌলতদিয়া প্রান্তের ওয়িং স্কেলটি ঘাটের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফেরিঘাটের রাস্তার বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যাত্রী সাধারণের পারাপারের ক্ষেত্রে সকল ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

২.২২ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, গত ঈদ যাত্রার সময় দেখা গেছে ফেরিঘাটগুলোতে যানজট হয়। যানজট যেন না হয়, আইন শৃঙ্খলাবাহিনীকে তা দেখতে হবে। ফেরি সংকট দূর করার জন্য বাড়তি ফেরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এখন বর্ষা মৌসুম। এ সময় নদীতে স্রোত বাড়বে। এ সময় নৌকাসহ ছোট নৌযান ডুবির ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.২৩ কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম, মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বলেন, ঈদের ৭দিন আগে থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৮টি স্থানে কন্ট্রোল রুম চালু করা হবে। ফতুল্লায় অবস্থানকারী অয়েল ট্যাংকারসমূহকে শৃঙ্খলার সাথে বার্দিং করার ব্যবস্থা করে চ্যানেল নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি জানান।

২.২৪ কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ বলেন, রুটপারমিট ও সময়সূচি অনুযায়ী লঞ্চগুলো চলাচল করবে। নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রয়োজনে বিআইডব্লিউটিএ'র হটলাইন নম্বর-**১৬১১৩**-এ যোগাযোগ করে যাত্রী সাধারণ যে কোনো ধরনের সহযোগিতা নিতে পারবে এবং উক্ত হটলাইন নম্বর বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। মজুচৌধুরীরহাট ঘাট হতে চলাচলকারী নৌযানের ওভারলোড বন্ধ করার নিমিত্ত প্রশাসনের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইলিশা ঘাটে পন্টুন দেয়া হবে এবং জেটির কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মোটরসাইকেল পারাপারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, বারবার নির্দেশনা প্রদান করা সত্বেও অনেক লঞ্চে প্রশস্ত সিড়ি, সিড়ির দুইপাশে মজবুত রেলিং এবং পুরাতন জরাজীর্ণ আলাদ পরিবর্তন করে নতুন মজবুত আলাদ সংযোজন করা হয় না। এক্ষেত্রে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে এবং যাত্রী নিহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। তাই আসন্ন ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ এর সময়ে এ বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ'র পক্ষ হতে কঠোর তদারকির ব্যবস্থা করা হবে এবং কোনো ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট লঞ্চের রুটপারমিট ও সময়সূচি বাতিলসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.২৫ জনাব মো: মোস্তফা কামাল, সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, ফেরিঘাটসমূহে অটোমেটিক টোকেনের মাধ্যমে সিরিয়াল দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঈদের সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে বিধায় এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসমূহকে ক্যাম্পাসের ভিতরে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী লঞ্চ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। সকল নদী বন্দরের টার্মিনাল ও ঘাট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২.২৬ সভাপতি এ পর্যায়ে বলেন, আজকের সভায় সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকে আশংকা করেছিলেন যে, পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় নৌপথে যাত্রী চলাচল অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু আজকের সভায় বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এখনো নৌপথে যাত্রীর চাহিদা রয়েছে। তাই নৌপথে যাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, পদ্মা সেতুতে মোটর সাইকেল চলাচলে অনুমতি দেয়া হয়েছে বিধায় শিমুলিয়া ঘাটের মাধ্যমে মোটর সাইকেল পারাপারের জন্য ফেরির প্রয়োজন নেই। ঈদের সময় ফেরির মাধ্যমে পঁচনশীল পন্য এবং কোরবানীর পশু পারাপার উন্মুক্ত থাকবে। লঞ্চের মাধ্যমে মোটর সাইকেল পারাপারের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব হয় তা পরিবহণের ব্যবস্থা করা হবে। ফেরি চলাচল বাড়ানো হবে। চাহিদা অনুযায়ী উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে হাতিয়া ও স্বন্দীপে সী-ট্রাকের ব্যবস্থা করা হবে। আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী লঞ্চ পরিচালনা করতে হবে। বালাসী-বাহাদুরাবাদ ফেরি রুটে লঞ্চ চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঈদের সময় বাল্কহেড চলাচল বন্ধ থাকবে। যে সকল নৌপথে লঞ্চ চলাচল করে না সে সকল নৌপথে মালবাহী ও বালুবাহী নৌযান চলাচলের বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ সিদ্ধান্ত নিবে। নৌপথে কোরবানীর পশু যাতে অন্য কোনো হাটে জোর করে নামাতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। টাকা ছিনতাই রোধ এবং জাল টাকার সনাক্ত করণে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, সকলের সম্মলিত প্রচেষ্টায় নৌপথ নিরাপদ রাখতে হবে। আকজের সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সকলে আন্তরিক হলে আগামী ঈদ যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.০ বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
ক) যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ	১) সদরঘাটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি আনসারসহ কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিআইডব্লিউটিএ, বাআনৌচ (যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	২) করোনা ভাইরাস (COVID-19) জনিত রোগ বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রণীত গাইড লাইন/স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে যাত্রীসহ নৌযান পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ, বাআনৌচ(যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৩) সদরঘাট থেকে বাহাদুরশাহ পার্ক পর্যন্ত রাস্তা যানজটমুক্ত এবং সদরঘাট টার্মিনাল ও লঞ্চসমূহ হকারমুক্ত রাখতে হবে। ঈদের পরে ফিরতি যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সদরঘাট টার্মিনালের সম্মুখস্থ রাস্তা হতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মধ্য রাতের পর থেকে মিনিবাস, লেগুনা, অটোরিক্সা ও টেম্পোসমূহ যাতে এলোমেলো ভাবে অবস্থান না করে তার জন্য নির্ধারিত স্ট্যান্ডে পার্কিং নিশ্চিত করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
	৪) ঈদের সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে বিধায় এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসমূহকে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় মেইন রোডের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পার্কিং করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
	৫) নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোনো জরুরি প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩-তে যোগাযোগ করবেন। বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরটি সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	৬) অভ্যন্তরীণ সকল নদী বন্দরে বর্তমান ব্যবস্থাপনায় পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, যাত্রীদের নিরাপত্তা, মোবাইল চার্জিং, ব্রেষ্ট ফিডিং এর ব্যবস্থাসহ শিশু, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের চলাচল/পারাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সেবা অধিকতর উন্নত করতে হবে। ফেরিঘাটে অপেক্ষামান বাস, ট্রাক অন্যান্য পরিবহন শ্রমিক ও যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার ও টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

	৭) সদরঘাটে ও লঞ্চসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন, জনগণকে ডাস্টবিন ব্যতীত নদীতে কিংবা পন্টুন/গ্যাংওয়েতে ময়লা আবর্জনা ফেলতে নিরুৎসাহিত করা এবং স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণে সকল ঘাটে এ ব্যবস্থা চালু করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৮) টার্মিনালসমূহে সতর্কতামূলক বাণী মাইকে প্রচার, ডিসপ্লে, মনিটরে প্রদর্শন ও লঞ্চের টেলিভিশন মনিটরে সচেতনতামূলক বাণী ও জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	৯) সকল প্রকার যাত্রী হয়রানি বন্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ।
	১০) লঞ্চে যাত্রী ওঠার সময় থেকে নির্ধারিত পোষাক পরিধান করতঃ লঞ্চের মাস্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মচারীদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	১১) লঞ্চের অনুমোদিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায় করা হলে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিক/চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
	১২) ঈদের আগে ৫(পাঁচ) দিন সদরঘাট হতে নির্গমনকারী সকল যাত্রীবাহী নৌযানে মালামাল পরিবহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং ঈদের পরে ৫(পাঁচ) দিন অন্যান্য নদী বন্দর হতে সদরঘাটে আগমনকারী সকল যাত্রীবাহী নৌযানে মালামাল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি।
	১৩) ঈদের আগে ও পরে লঞ্চের মাধ্যমে মোটর সাইকেল পরিবহণ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে প্রতিটি লঞ্চে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক এবং কত ভাড়ায় মোটর সাইকেল পরিবহণ করবে তা বিআইডব্লিউটিএ নির্ধারণ করবে;	বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি এবং বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা
খ) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১) রাতের বেলায় স্পিডবোট চলাচল বন্ধ করা এবং দিনের বেলায় স্পিডবোট চলাচলের সময় যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরিধান নিশ্চিত করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌপুলিশ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতি।
	২) ঢাকা নদী বন্দরে নির্মিত ওয়াচ টাওয়ার হতে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য রোস্টারের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;	বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি, নৌ পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ।
	৩) রাতের বেলায় সকল প্রকার বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়া আগামী ২৪/০৬/২০২৩ হতে ০৪/০৭/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত দিন রাত সার্বক্ষণিক সকল বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ রাখতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সমিতি।

৪) নৌপথে ডাকাতি, চাঁদাবাজি, শ্রমিক, যাত্রীদের হয়রানি ও ভীতিমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য রাতে পুলিশের টহল এর ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
৫) প্রত্যেক ঘাট এলাকায় যাত্রীদের জানমাল নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের (জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌপুলিশ ও কোষ্টগার্ড) সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টীম গঠন করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
৬) নদীতে এলোমেলোভাবে ট্যাংকার, লঞ্চ, কোষ্টার, বার্জ ইত্যাদি নৌযান বার্দিং এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্ট গার্ড।
৭) কোনোক্রমেই লঞ্চের যাত্রী ও মালামাল ওভারলোড করা যাবে না;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ ও নৌ পুলিশ।
৮) প্রত্যেক লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি এবং সিঁড়ির দুই পাশে মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। লঞ্চের মুরিং কাজে ব্যবহৃত পুরাতন/জরাজীর্ণ আলাদ (Rope) পরিবর্তন করে নতুন/মজবুত আলাদ সংযোজন করতে হবে। এতৎবিষয়ে বার বার নির্দেশনা প্রদান করার পরও কয়েকটি লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি, সিঁড়ির দুই পাশে মজবুত রেলিং এবং নতুন/মজবুত আলাদ সংযোজন/ব্যবস্থা করা হয় না। তাই এ বিষয়ে কঠোর তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত অমান্যকারী সংশ্লিষ্ট লঞ্চের রুট পারমিট ও সময়সূচী স্থগিত/বাতিল এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ (যাপ) সংস্থা
৯) নদীর মাঝপথ থেকে নৌকা দিয়ে লঞ্চে/নৌযানে যাত্রী উঠানো যাবে না। নদীর মাঝপথ থেকে নৌকা দিয়ে লঞ্চে/নৌযানে যাতে যাত্রী উঠতে না পারে তার জন্য নৌপুলিশ ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক সার্বক্ষণিক টহল দিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদীর মাঝপথে নৌকাযোগে যাত্রী উঠালে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিক/চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ পুলিশ, কোষ্ট গার্ড, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা।
১০) ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাট হতে ফতুল্লা পর্যন্ত নৌপথে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নির্ধারিত গতিসীমা (Speed Limit) অনুযায়ী এবং অন্যান্য নৌপথে নিরাপদ গতিতে নৌযান পরিচালনা করতে হবে। তাছাড়া যাত্রী সাধারণ ও নৌযানের নিরাপত্তার স্বার্থে নৌপথ/পথিমর্ধে লঞ্চসমূহের অসম প্রতিযোগীতা/সংঘর্ষ পরিহার করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা।
১১) লঞ্চের যাত্রীদের জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) এর কপি সংগ্রহ করে টিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা

	১২) আবহাওয়া সংকেত অনুসরণপূর্বক নৌযান পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টি কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌ পুলিশ, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা।
	১৩) নৌপথে যে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্ধারকারী জলযান প্রস্তুত রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	১৪) লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা নদী বন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর এলাকায় দ্রুত অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে সর্বদা তৎপর/প্রস্তুত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে সকল স্থানে ভাসমান নৌ ফায়ার স্টেশন স্থাপন করতে হবে;	সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
গ) নৌরুট ব্যবস্থাপনা	১) ঈদের পূর্বে ৩(তিন) দিন ও ঈদের পরে ৩(তিন) দিন কোরবানীর পশু ও নিত্য প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত পঁচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরিতে পারাপার বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	২) লঞ্চের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে সকল মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ ও কোষ্টগার্ড।
	৩) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট, ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট, লাহারহাট-ভেদুরিয়া, হরিণা-আলুবাজার এবং বালাসী-বাহাদুরাবাদ ঘাটসহ অন্যান্য সকল নৌ চ্যানেল সার্বক্ষণিক সচল রাখার লক্ষ্যে ঘাট/পয়েন্ট উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ফেরি পন্টুন স্থাপন, নাব্যতা সংরক্ষণের নিমিত্ত খনন কার্যক্রম, মার্কা স্থাপন এবং পার্কিং ইয়ার্ড প্রস্তুত রাখা এবং নাব্যতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার, এক্সাভেটর নিয়োজিত রাখতে হবে। লঞ্চ ঘাট থেকে দেশের অভ্যন্তরে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, বিআরটিএ ও বাস মালিক সমিতি।
	৪) ফেরিঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে ঘাটে নির্বিঘ্ন সিরিয়াল প্রদানের ব্যবস্থা করবে;	বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ।
ঘ) নৌযান বৃদ্ধি/ পুর্নবিন্যাস	১) ভোলা(ইলিশা)-লক্ষ্মীপুর(মজুচৌধুরীরহাট) রুটে নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি।
	২) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট, ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট এবং হরিণা-আলুবাজার রুটে ৮টি ফেরিঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি।
	৩) চাঁদপুর-বরিশাল রুটে বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতির ৬টি লঞ্চ ও বিআইডব্লিউটিসির ২টি স্টিমার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি।
	৪) কোরবানির পশুবাহী ট্রাক পারাপারের জন্য ডেডিকেটেড ফেরির ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি।

ঙ) কো-অর্ডিনেশন	১) বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, লঞ্চ মালিক, নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, নৌযান শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সংশিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং নৌযান, নৌপথ ও পরিবহণের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলের সমন্বয়ে সভা করে উন্নতর ঈদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার
	২) আসন্ন ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রি সাধারণের সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে যাতায়াতের নিমিত্ত ঢাকা ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় গার্মেন্টস ও নিটওয়ার সেক্টরের নিয়োজিত কর্মীদের এলকাভিত্তিক/পর্যায়ক্রমে ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ
	৩) সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করবে;	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
	৪) ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট ও স্পিডবোট ঘাটসমূহে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার
	৫) চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলা ইত্যাদি স্থানে গমণাগমনের লঞ্চ/জাহাজের যাত্রীদের নিরাপত্তা, বিশ্রাম, টয়লেট সুবিধাদি ইত্যাদি সেবা প্রদানে চট্টগ্রামেও একটি কমিটি গঠন করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক এই কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে;	জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম, পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
চ) বিবিধ	১) দৌলতদিয়া ট্রাক টার্মিনাল যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ
	২) সকল ফেরিঘাটে ফেরির ডাস্টবিন ডিসচার্জ করার ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, বিআইডব্লিউটিসি ও বিআইডব্লিউটিএ
	৩) দুর্ঘটনায় ডুবে যাওয়া নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের অবস্থান যাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য প্রত্যেক নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের ছাদের সাথে ২০০/৩০০ ফুট শক্ত রশি দিয়ে বড় প্লাস্টিক কন্টেইনার/বয়া বেঁধে রাখতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ।
	৪) নৌদূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে চাঁদপুরের মেঘনা, ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় ঘুর্ণাবর্ত এলাকা মার্কিং করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ।
	৫) সকল নদী বন্দরের টার্মিনাল ও ঘাট/পয়েন্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের/আলোর ব্যবস্থা করতে হবে;	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।

	৬) ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে সদরঘাটে যাত্রী সাধারণের সুষ্ঠু ও নিরাপদ যাতায়াতে স্বার্থে গুলিস্থান হতে সদরঘাট পর্যন্ত এলাকার রাস্তায় এবং সকল নদী বন্দর, ফেরিঘাটসহ গুরুত্বপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় কোরবানীর পশুর হাট যাতে বসতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও জেলা প্রশাসন।

৪.০ পরিশেষে সভাপতি পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ উপলক্ষ্যে ঘরমুখো ও কর্মস্থলে ফিরতি যাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে সকলকে ঈদ-উল-আযহার শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী. এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
০৮ জুন ২০২৩

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০০৯.২১.১৩২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব এর দপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মোহাঃ আমিনুর রহমান
উপসচিব